

## 💵 মুখতাসার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িয়ম (রহঃ)

হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করার ব্যাপারে নাবী (সাঃ) এর হিদায়াত

সাহাবায়ে কেরামগণ নাবী (ﷺ) কে হাদীয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। এমনি রাজা-বাদশাদের পক্ষ হতেও উপটোকন আসলে তিনি তাও গ্রহণ করতেন। রাজা-বাদশাদের পক্ষ হতে আগত হাদীয়া কখনও তিনি সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।

একবার আবু সুফিয়ান নাবী (變) কে হাদীয়া দিলে তিনি তা কবুল করেছেন। আবু উবাইদ (রহঃ) বলেন- আমের বিন মালেক নাবী (變) এর নিকট হাদীয়া পাঠালে তিনি তা ফেরত দিয়েছেন। তিনি তখন বলেছিলেন- আমরা মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করিনা। আবু উবাইদ আরও বলেন- মুশরিক আবু সুফিয়ানের হাদীয়া কবুল করার কারণ হল, তখন নাবী (變) ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি বলবৎ ছিল।

ঐদিকে মিশরের শাসক মুকাওকিসের হাদীয়াও তিনি কবুল করেছিলেন। কারণ মুকাওকিস নাবী (ﷺ) এর দূত হাতেব (রাঃ) কে খুব সম্মান করেছিল। সে নাবী (ﷺ) এর নবুওয়াত ও রেসালাতের স্বীকারোক্তিও প্রদান করেছিল। তাই তিনি তাকে ইসলাম থেকে নিরাশ করেননি।

সুতরাং তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধরত কোন কাফের-মুশরিকের হাদীয়া কখনই কবুল করেননি।

ইমাম সাহনুন (রহঃ) বলেন- রোমের বাদশাহ যদি মুসলমানদের ইমামের (শাসকের) জন্য কোন হাদীয়া পাঠায়, তাহলে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। এটিকে ইমামের জন্য পার্সনাল (ব্যক্তিগত) হাদীয়া হিসাবে ধরা হবে। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন- এতে সকল মুসলমানের হক সাব্যস্ত হবে। মুসলমানদের ইমাম বাইতুল মাল হতে সেই হাদীয়ার বিনিময় দান করবেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন- এটিকে গণীমতের মাল হিসাবে গণ্য করা হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3982

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন